কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৬ OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বখাটের হাতে নিহত স্কুল ছাত্রী মুন্নি আক্তার (বাঁয়ে); ছুরিকাঘাতে হাসপাতালে ভর্তি পূজা মজুমদার। ছবি : কালের কণ্ঠ

মুন্নির প্রাণ নিল পূজাকে হাসপাতালে পাঠাল বখাটেরা

ছাত্রী লাঞ্ছনার আরো দুই ঘটনা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের ওপর বখাটের হামলার ঘটনা বাড়ছেই। গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম মুন্নি আক্তার (১৩)। পরিবারের অভিযোগ, প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আরাফাত সরকার নামের এক বখাটে যুবক তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় গত সোমবার রাতে বখাটের ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্রী পূজা মজুমদার। এ ঘটনায় গতকাল পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগে সোহেল রানা নামের এক যুবককে গতকাল গ্রেপ্তার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

মুন্নির প্রাণ নিল, পূজাকে হাসপাতালে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছে পুলিশ। আর দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে হয়রানির দায়ে গতকাল সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় এক শিক্ষককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গলায় ওড়না পেঁচানো ছিল মুন্নির : কালিয়াকৈর প্রতিনিধি জানান, মুন্নির বাড়ি উপজেলার কুতুবদিয়া নতুনপাড়া এলাকায়, বাবার নাম শহীদুল ইসলাম। স্থানীয় চাপাইর বি বি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত মুন্নি। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাতে কোনো এক সময় বখাটে আরাফাত মুন্নির ঘরে ঢুকে তাকে শ্বাস রোধে হত্যা করেছে। আরাফাতের বাড়ি উপজেলার চাপাইর এলাকায়। সে গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর সরকারের ছেলে। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে আরাফাত।

মুন্নির পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মুন্নিকে উত্ত্যক্ত করত আরাফাত। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে প্রেমের প্রস্তাব দিত। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিষয়টি মা-বাবাকে জানায় মুন্নি। তারা বিষয়টি আরাফাতের পরিবারকে জানায়। তবে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো হুমকি-ধমকি দিয়েছে। তাদের ভয়ে পুলিশের কাছেও যাওয়ার সাহস পায়নি মুন্নির পরিবার। পরিবারের কাছে বিচার দেওয়ায় আরাফাত আরো খেপে যায়। মুন্নিকে উত্ত্যক্ত করা বাড়িয়ে দেয়। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পাশের বাড়ির একটি অনুষ্ঠানে যায় মুন্নি। রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে সে। গতকাল সকালে তার জেএসসির চারুকলা পরীক্ষা ছিল। গতকাল ভোরে শব্দ পেয়ে মুন্নির মা ইয়াকা বেগম ঘরে থেকে বের হয়ে দেখেন আরাফাত মুন্নির ঘরের সামনে একটি ////গলতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ জানতে চাইলে সে দ্রুত পালিয়ে যায়। সন্দেহ হওয়ায় ঘরে ঢুকে গিয়ে বিছানায় মুন্নির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন মা। তাঁর চিৎকারে দ্রুত আশপাশের লোকজন জড়ো হয়। এ সময় মুন্নির গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগানো ছিল। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দুপুরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

মুন্নির বাবা শহীদুল ইসলাম বলেন, 'আমার মেয়েকে মারার জন্য আগেই ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল আরাফাত, আমরা বুঝতে পারিনি। কয়েক দিন আগে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মুন্নির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল আরাফাত এবং টানাহিঁচড়াও করে। বিষয়টি আরাফাতের মা-বাবাকে জানালেও তারা ছেলের বিচার করেনি। উল্টো আরাফাত আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে হুমকি দিয়েছিল। বলেছিল, তোর মাইয়ারে আমার কাছে বিয়া না দিলে তোরেও মাইরা ফেলামু, তোর মাইয়ারেও মাইরা ফেলামু। ওরা প্রভাবশালী, তাই ভয়ে থানায় যেতে পারিনি।'

ঘটনার পর গতকাল আরাফাতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। ঘরেও তালা লাগানো ছিল।

কালিয়াকৈর থানার ওসি (তদন্ত) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কথা বলতে পারছে না পূজা, গ্রেপ্তার ২ : ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, সদর উপজেলায় বখাটের ছুরিকাঘাতে আহত পূজা মজুমদারকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় পূজার বাবা বিপুল মজুমদার বাদী হয়ে সোমবার রাতে সদর থানায় মামলা করেছেন। গতকাল অভিযান চালিয়ে পুলিশ এ ঘটনায় রুহুল আমিন ও তার স্ত্রী রূপা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে।

পূজা স্থানীয় জমিলা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পড়ে। পরিবার জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় বাসার ছাদে ছিল পূজা। এ সময় সেখানে গিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে লিটু নামের এক বখাটে। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে এই হামলা চালায়। লিটুর বাড়ি কুমিল্লায়। সে ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ায় ভগ্নিপতি বাবু রহমানের বাড়িতে থাকে।

পূজার মা শিখা মজুমদার বলেন, 'সোমবার সন্ধ্যায় আমাদের বাসার পাঁচিল বেয়ে ছাদে উঠে পূজাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় লিটু। দ্রুত উদ্ধার করে পূজাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শরীরে ২৫টি সেলাই দিতে হয়েছে, এখন কথাও বলতে পারছে না। আমরা লিটু ও তার সহযোগীদের নামে মামলা করেছি। আমি লিটুর ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি।'

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, পূজার বাবা সোমবার রাতে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন। পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে লিটুর সহযোগী রুহুল আমিন ও তার স্ত্রী রূপা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে। লিটুসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে সহপাঠী জেলহাজতে : ফরিদপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগে সোহেল রানা (২৩) নামের এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোহেল ওই ছাত্রীর সহপাঠী। গতকাল ভোরে সদরের কুঠিবাড়ী কমলাপুর চাঁদমারী এলাকার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোহেল রাজেন্দ্র কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ওই কলেজ ছাত্রীর ভাষ্য মতে, দীর্ঘদিন ধরে কলেজ চত্বর ও রাস্তায় প্রকাশ্যে তাকে উত্ত্যক্ত করেছে সোহেল। বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ করে হুমকির শিকার হয়েছেন তিনি। গত ১৯ অক্টোবর কলেজ থেকে বাসায় ফেরার সময় সোহেল কলেজের সামনের রাস্তায় তাঁকে লাঞ্ছিত করে। পরে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সে পালিয়ে যায়। এরপর মোবাইলে ফোন করে অশ্লীল কথা বলে ও ভয়ভীতি দেখায়।

পুলিশ জানায়, লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ওই ছাত্রী ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় গিয়ে ওসি মো. নাজিমউদ্দিন আহমেদের কাছে সোহেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন। এর ভিত্তিতেই সোহেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার এসআই বিপুল চন্দ্র দে জানান, ওই ছাত্রী বাদী হয়ে গতকাল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সোহেলকে আসামি করে মামলা করেছেন। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল বিকেলে আদালতের মাধ্যমে সোহেলকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

ছাত্রীকে হয়রানি, শিক্ষকের কারাদণ্ড : সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, ছাত্রীকে হয়রানির দায়ে গতকাল সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলায় এক শিক্ষককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওই শিক্ষকের নাম মোস্তফা রকিব। তিনি উপজেলার ঝুনু মিয়া হাই স্কুলের গণিত বিষয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক। সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তসলিমা আহমদ পলি দণ্ড দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

ইউএনওর কার্যালয় ও ওই ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, শিক্ষক রকিব ঝুনু মিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে পড়ানোর কথা বলে উত্ত্যক্ত করতেন। তাঁর বাড়ির কাজের খাতায় ইঙ্গিতমূলক বাজে মন্তব্য লিখতেন। ক্লাসে তাকে উদ্দেশ করে অশ্লীল ভঙ্গি করতেন। ছাত্রী বিষয়টি তার চাচা আশরাফ হোসেনকে জানায়। তিনি প্রতিবাদ করায় রকিব তাঁকে মারধর করেন। গত রবিবার দুপুরে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে রকিব ওই ছাত্রীকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেন। গত সোমবার সকালে বিষয়টি জানিয়ে ইউএনওর কাছে লিখিত আবেদন করে ওই ছাত্রী। পরে পুলিশ পাঠিয়ে রাতেই ওই শিক্ষককে আটক করান ইউএনও। গতকাল সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

ইউএনও তসলিমা আহমদ পলি বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ায় পর পুলিশ পাঠিয়ে সোমবার রাতেই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে নিয়ে আসি। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত আগস্টে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ওবায়দুল নামের এক বখাটে। এর রেশ না কাটতেই সেপ্টেম্বরে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় বখাটের ছুরিকাঘাতে নিহত হয় নবম শ্রেণির ছাত্রী নিতু মণ্ডল। একই মাসে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে ঘরে ঢুকে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায় ইব্রাহিম চৌধুরী নামের এক বখাটে। গত ৩ অক্টোবর সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিসকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বখাটে ছাত্র বদরুল আলম। গত ১৮ অক্টোবর মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঘরে ঢুকে তাহমিনা নামে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা।